গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.০১.০০৫.১৫ (অংশ-১)-৩০৫

তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৪ / ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

"মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, ২০১৭" বাস্তবায়নের জন্য গত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২৪/৯/২০১৭
হাফছা বেগম
উপ-সচিব (মৎস্য-২)
ফোন-৯৫৭৬৩৫৭

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
০৩। নৌ বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
০৪। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেড কোয়াটার্স, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা।
০৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা।
০৭। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
০৮। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), হেডকোয়ার্টার, পিলখানা, ঢাকা।
০৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলানগর, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, উত্তরা, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হেড কোয়াটার্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
১৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
১৪। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ, আহমেদ নগর, মিরপুর-১, ঢাকা।
১৫। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সভাপতির একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
১৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা।
১৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, লঞ্চল মালিক সমিতি।
১৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ট্রাক কভার ভ্যান, মালিক সমিতি।
২০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি।
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ।

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.০১.০০৫.১৫ (অংশ-১)-৩০৫(৪)

তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৪ / ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

হাফছা বেগম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ প্রধান প্রজনন মৌসুমে (Peak Spawning Period) "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" বাস্তবায়নের জন্য অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব নারায়ন চন্দ্র চন্দ এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	২১-০৯-২০১৭ খ্রি:।
সময়	:	সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৫১২)।

সভার উপস্থিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেওয়া হলো। সচিব মহোদয়ের রুটিন দায়িত্বে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন যে, এদেশের অর্থনীতিতে ইলিশের অবদান রয়েছে। এক সময়ে ইলিশ হারিয়ে যাচ্ছিল। বর্তমান সরকারের কর্মসূচি ও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইলিশের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরে আগামী ০১/১০/২০১৭ হতে ২২/১০/২০১৭ পর্যন্ত (১৬ আশ্বিন হতে ০৭ কার্তিক) ২২ দিন ব্যাপী ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে (Peak Spawning Period) "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। উক্ত অভিযান সফল বাস্তবায়নের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বলেন যে, জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। কেবল ইলিশ বা জাটকা রক্ষাই নয় কারেন্ট জাল বা বেহন্দি জালের মতো ধ্বংসাত্মক ক্ষতিকর জালের ব্যবহার বন্ধে মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকায় ব্যাপক অভিযান বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে ইলিশের উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জেলা প্রশাসন ও সকল সংস্থাকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

০৩। মহাপরিচালক বলেন, এ বছর "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" ২৭টি জেলা যথা- চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুণা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী জেলায় বাস্তবায়িত হবে। চলতি বছর ১ অক্টোবর হতে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় বন্ধ থাকবে। তাছাড়া সারা দেশের মাছ ঘাট, মৎস্য আড়ৎ, হাট-বাজার, চেইনসপে ব্যাপক অভিযান পরিচালিত হবে। তিনি আরও বলেন চলতি সনে ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমের ২২ দিনের অভিযান সফল করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হতে অভিযানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মনিটর করার জন্য বিভাগীয় মনিটরিং টিম এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। সেই সাথে মোট ৫৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মা ইলিশ সমৃদ্ধ এলাকায় সাময়িকভাবে অভিযানে সহায়তার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই সময় যেন ঢাকার বাজারে

কোন ইলিশ ক্রয় বিক্রয় না হয় সেজন্য ৭টি মহানগর বাজার মনিটরিং টীমও গঠন করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ও পুষ্টি মানের বিচারে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই ইলিশ সম্পদের রক্ষায় প্রতি বছর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে ও মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, নৌবাহিনী, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও নৌ পুলিশের সহায়তায় সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ বছরও অনুরূপভাবে সকলের সহাযোগিতায় অভিযানটি পরিচালনার বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর আরও উল্লেখ করেন যে, স্থানীয়ভাবে মাইকিং, সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারসহ বিটিভিতে স্ক্রল প্রচার, মোবাইলে এসএমএস প্রদান, পত্রিকায় বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, টিভিতে টকশো, বেতারে বিশেষ ঘোষণা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি ২৭টি জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে এ কাজে সহযোগিতার জন্য বিগত বছরের ন্যায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরে ডি,ও পত্র প্রদান করা যেতে পারে। অধিকন্তু জেলা ও উপজেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা আহবান করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদেরকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেওয়া প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

৫। সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী জানান যে, প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার নিরলস চেষ্টার ফলে ইলিশের কাঙ্খিত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইলিশ পূর্বে যেখানে পাওয়া যেত না এখন সেখানেও বিস্তার লাভ করেছে। তিনি উক্ত অভিযান বাস্তবায়নের নিমিত্ত মোবাইলকোর্ট পরিচালনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রসাশক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা দেওয়া হবে মর্মে সভাকে অভিহিত করেন।

৬। কোষ্টগার্ডের পরিচালক (অপারেশন্স) জানান যে, ২০১৭ সনে এ পযন্ত মোট ৮০.৮২ কোটি মিটার জাল ধরা হয়েছে যার মূল্য অনুমানিক ১৬৭৫ কোটি টাকা। এ জালের সিংভাগই মুন্সিগঞ্জ হতে আটক করা হয়। এছাড়াও তিনি জানান যে, ইতিপূর্বে যেসব পয়েন্টে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল এবারও সেসব পয়েন্টে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। তিনি ২২ দিনের অভিযান পরিচালনার জন্য বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। এ অভিযানে জনপ্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে সভা অনুষ্ঠানের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে, মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে অভিযান বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স কমিটি রয়েছে।

৭। ডিআইজি, নৌ-পুলিশ সভায় জানান যে, মা ইলিশ রক্ষায় নৌ পুলিশ বিগত সময়ের মতো এবারও দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা নিয়ে সকল সংস্থাকে সহযোগীতা প্রদান করবে। তিনি সভায় জানান যে, জেলা পুলিশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করে অভিযান পরিচালনার জন্য সকল নৌ পুলিশের স্টেশনকে নির্দেশনা প্রদান করবেন। তাছাড়া অভিযানের সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকির জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে মর্মে মত ব্যক্ত করেন।

৮। র‍্যাব এর প্রতিনিধি বলেন যে, অভিযান বাস্তবায়নের জন্য কোন নতুন স্পট বাড়ানো সম্ভব হবে না। বিদ্যমান জনবলের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় অভিযান বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা করা হবে। অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রেকি মিশন পরিচালনার মাধ্যমে চিহ্নিত ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্রসহ অন্যান্য উপকূলীয় এলাকায় কোন অবৈধ নৌকা বা ট্রলারের উপস্থিতি তাৎক্ষনিকভাবে জানাতে পারবে এবং নৌবাহিনী তখন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কাজেই তিনি আসন্ন সমন্বিত অভিযানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ এবং নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অংশগ্রহণের বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

৯। বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রতিনিধি উপ-পরিচালক নৌ অপারেশন বলেন যে, গত বছরের পয়েন্টগুলোতে এবছরও তাদের নৌ টহল ও অপারেশন অব্যাহত থাকবে। সেই সাথে সমুদ্র সীমায় যেন কোন অবৈধ ট্রলার এই সময় ইলিশ আহরণ করতে না পারে সেজন্য সমুদ্রে অভিযান জোরদার করা হবে বলে সভায় জানান। তিনি সমুদ্র বা উপকূলীয় এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন।পাশাপাশি দিনের বেলায় বাজার-আড়ৎ-এ যেন কোনভাবে ইলিশ মাছ ক্রয় বিক্রয় না হয়, সেজন্য স্থলের অভিযান জোরদার করতেও অনুরোধ করেন।

১০। সভায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমিতির প্রতিনিধিগণ আসন্ন মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল করার জন্য তাদের সমিতির পক্ষ থেকে সবার্থক সহোযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অভিযানের সময় ২ গ্রুপে ভাগ হয়ে দিনে ও রাতে অভিযান পরিচালনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিটি সমিতি হতে এখন থেকেই সভা ও মাইকিং করে সকল জেলেদের এবিষয়ে সচেতন করার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও এ অভিযান চলাকালে জেলেরা যেন ভিজিএফ সহায়তা পান সেবিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

১১। ট্রাক মালিক সমিতির প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রতি বছরের মতো এবারও সদর দপ্তর হতে সকল স্থানীয় শাখা দপ্তরসমূহে অভিযান চলাকালে কোন ইলিশ যেন পরিবহণ না করা হয় তার নির্দেশনা প্রদান করা হবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মেঘনা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে পর্যবেক্ষণ দল নিয়োজিত করা হবে। নিয়োজিত দল কি পরিমান ইলিশ এবছর ডিম ছাড়বে এবং কোন কোন জায়গায় ডিম ছাড়বে তার তথ্য/ডাটা সংগ্রহ করবে।

১২। বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	২০১৭ সনে''মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান'' ২৭টি জেলা যথা- চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুণা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঢাকা, মাদারীপুর, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, খুলনা, কুষ্টিয়া এবং রাজশাহী জেলায় বাস্তবায়িত হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ
২	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রধান প্রজনন মৌসুমে (২২ দিন) ইলিশ প্রজনন অঞ্চলের অধিক্ষেত্রের পাশাপাশি দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সকল প্রকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তর।
৩	প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারণার ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত ৪/৫ পত্রিকাসহ মাঠ পর্যায়ে যেখানে সর্বাত্বকভাবে অভিযান পরিচালনা হবে সেখানকার স্থানীয় পত্রিকায়	মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

	সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪	অভিযানটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও তদারকির জন্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫.	অভিযানের গুরুত্ব বিবেচনা করে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দ্রুত এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬.	অভিযান সফল করার জন্য ২৭টি জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরে দ্রুত আধা-সরকারী পত্র প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	"মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর Air Support/ Surveilance প্রদান এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বিভাগকে পত্র দিতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
৮.	অভিযান সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, র‍্যাব, বিজিবি ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগকে পত্র দিতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
৯.	অভিযানে মৎস্য অধিদপ্তরকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশন এলাকার তালিকা প্রদান করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর
১০.	অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল সংস্থাসমূহ কেন্দ্রীয় দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন এবং সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।	সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা
১১.	ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে প্রতিবেশী দেশের নৌকা/ট্রলার যেন এ সুযোগে দেশের সীমান্তে ঢুকতে না পারে সে জন্য গভীর সাগরে ও সীমান্ত এলাকায় ইলিশ পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী
১২.	জেলা ও উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির সভা আহবান করে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও গৃহীত পদক্ষেপের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১৩.	ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সকল মাছ বাজার আড়তে ও সুপারসপে অভিযান পরিচালনার জন্য পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। পাশাপাশি বিশেষ এলাকা বিবেচনায় চাঁদপুর, লক্ষীপুর এবং মুন্সীগঞ্জে অভিযানের সময় নিকটস্থ থানা ও র‍্যাব ক্যাম্প কর্তৃক অভিযান পরিচালনার জন্য অনুরোধ করা হলো।	বাংলাদে পুলিশ ও র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব)
১৪.	লঞ্চে ও ট্রাকে মালামাল পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে	লঞ্চ ও ট্রাক মালিক

	উপকূলীয় জেলা সমূহের লঞ্চঘাট এবং চাকার সদরঘাট ও সোয়ারীঘাটে সচেতনতা সভা, লিফলেট বিতরণ, ব্যানার টানানো ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।	সমিতি, বিভাগীয় উপপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং মৎস্য অধিদপ্তর
১৫.	নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সমাজ সচেতন নাগরিক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইলিশের সাথে জড়িত সকল স্টেকহোল্ডার, সরকারী/ বেসরকারী কর্মকর্তাগণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	জেলা ও উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি
১৬.	মৎস্যজীবী প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে স্থানীয় পর্যায়ের সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে সকল জেলেদের আসন্ন অভিযানের সময় অবৈধভাবে মাছ আহরণে বিরত থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবে।	সকল মৎস্যজীবী সমিতি
১৭.	সাগরে ও মোহনায় জলদস্যুদের হাত থেকে জেলেদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড

১৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) বলেন বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সকলের সম্বলিত প্রচেষ্টায় ইলিশের প্রাপ্যুর্য ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি চলতি বছরের অভিযান আরও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেন এবং "মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান" এর সফল বাস্তবায়নের জন্য সকলে সহযোগিতা কামনা করেন।

১৪। পরিশেষে সভাপতি বলেন যে, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৎস্য সপ্তাহ প্রবর্তন করেন। এর ফলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত সময়ের ন্যায় সকল সংস্থাকে মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের এই অভিযান দেশপ্রেম ও আন্তরিকতা নিয়ে বাস্তবায়নের জন্য আহবান জানান এবং আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ এম পি)
প্রতিমন্ত্রী